শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও সেবাশ্রম বিদ্যাপীঠ (উচ্চ বিদ্যালয়) , দোমড়া

পোঃ- ত্রিলোকচন্দ্রপুর, প; বর্ধমান পিন - ৭১৩১৪৮ (পঃবঃ)

INDEX NO - H5-123

For - Bengali & English medium school.

উদ্দেশ্য - স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত শিক্ষাদর্শের সার্থক ও বাস্তব রূপায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা এই বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে করা হইয়া থাকে এবং থাকিবে ।

অবস্থান - এই সেবাশ্রম বিদ্যাপীঠ ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । এই আশ্রম পানাগড় - বোলপুর **high way-** র পাশে অবস্থিত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো । বৃক্ষলতাদি বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য- মন্ডিত এই মনোরম আশ্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে । কিঞ্চিদধিক ২ একর জমির উপর এই আশ্রম অবস্থিত । ইহার চারিদিকে গ্রাম , কিন্তু শহরাঞ্চলের মত বিদ্যুৎ , টেলিফোন , ডাকঘর , ব্যাঙ্ক , স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাণীয় জলাধার এবং বাস যোগাযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে ।

ব্যবস্থাপনা - এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিষয়- সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ট্রাষ্টবডি আছে ।

পাঠানুশীলন - এই আশ্রমে ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সন্ন্যাসী এবং বিচক্ষণ শিক্ষকদের সহায়তায় পাঠ অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিবে ।

ছাত্র ভর্তির বিষয় - ১) শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হবে। এই আশ্রম হইতে প্রকাশিত আবেদন পত্রে ছাত্র ভর্তির জন্য আবেদন করিতে হবে । আবেদন পত্র নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অত্র অফিসে জমা করিতে হবে । আবেদন পত্র কার্য-বিবরণী, সিলেবাস এবং ভর্তি পরীক্ষার জন্য ৩০০ টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ৪০০ টাকা) প্রদেয় ।

২) সাধারনত ৪র্থ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে এখানে ভর্তি করা হইবে । ন্যূনতম বয়ঃসীমা ৯ বৎসর ।

৩) ছাত্রদিগকে ভর্তির জন্য লিখিত , মৌখিক এবং শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় বসিতে হবে । লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে ছাত্রকে মৌখিক ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় বসিবার জন্য ডাকা হবে । সেই পরীক্ষায় নির্বাচিত হইলে ছাত্রকে ছাত্রাবাসে ভর্তি করা হবে ।

৪) কঠিন , সংক্রামক ও স্থায়ী ব্যাধিগ্রস্থ কোন ছাত্রকে ছাত্রবাসে ভর্তি করা হবে না।

৫) যে সমস্ত ছাত্র নির্বাচিত হইয়া এই বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে প্রথম ভর্তি হইবে , তাহাদের জন্য অভিভাবকের স্বীকারোক্তি এবং ছাত্রের স্বীকারোক্তি প্রয়োজন , সেই বিদ্যালয় হইতে আসিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবে, সেই বিদ্যালয় ত্যাগের ছাড়পত্র (**Transfer Certificate**) দরকার ।

খরচপত্র - আবেদন পত্রের সঙ্গে আলাদা একটি ছাপানো কাগজে খরচপত্রের চার্ট দেওয়া হবে । ঐ সঙ্গে ছাত্রাবাসে ভর্তির জন্য ফি ও বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে ।

অপসারণ - যদি কোন ছাত্রের আচরণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং তাহার ঐরূপ অশোভন আচরণ বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের আদর্শের পরিপন্থি হয়, তবে তাহাকে কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস হইতে অপসারিত করতে বাধ্য হইবেন। আবেদন পত্রে লিখিত কোন বিষয় মিথ্যা প্রমাণিত হইলে ছাত্রকে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে হইবে ।

পাঠ্যসূচী - বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুসৃত হয় । তৎসহ ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তক পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক শিক্ষামূলক ক্লাস ও পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

গ্রন্থাগার - আশ্রমের গ্রন্থাগারে কিঞ্চিদধিক ৪ হাজার পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক রহিয়াছে । এখানে অনেক পত্রিকা , খবরের কাগজ ইত্যাদি নিয়মিত রাখার ব্যবস্থা আছে ।

অন্যান্য শিক্ষা - সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক ও দেশপ্রেমিক নেতাদের জন্মতিথি পালনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে যে নানাপ্রকার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাহাতে ছাত্রেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে । ছাত্রাবাসে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রার্থনা হইয়া থাকিবে । ইহাতে প্রত্যেক ছাত্রের উপস্থিতি অবশ্যই দরকার । প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গান , তবলা আবৃত্তি , অভিনয় ও বক্তৃতার শিক্ষা দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ে সঙ্গীত , অঙ্কন ও কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক ।

পরীক্ষা ব্যবস্থা - ছাত্রদের বৎসরে সাধারণতঃ তিনবার পরীক্ষা নেওয়া হয় । ইহা ব্যতীত ছাত্রদের বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রদের বাড়ীর কার্য (Home Work) ,স্কুলের কার্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয় । যে সমস্ত ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তাহাদের আর ছাত্রাবাসে রাখা যাবে না ।

ফলাফল - এই আশ্রমের ছাত্রেরা বরাবর সন্তোষজনক ফল করিয়া থাকে । ছাত্র- ছাত্রীরা অঙ্কন , কম্পিউটার , P.Ed , ল্যাব, প্রজেক্টর , গান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে ।

পুরস্কার ও মেধাবৃত্তি - ছাত্রদের কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও মেধাবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

নিয়ম - শৃঙ্খলা - বিদ্যালয় এবং জাতীয় জীবনে নিয়ম - শৃঙ্খলা অতি অবশ্য পালনীয়। তাহারই ভিত্তিতে ছাত্রদিগকে জাতীয় চেতনা, স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ছাত্রদের বাসস্থান - মা সারদা ছাত্রাবাস আবাসগৃহ পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন ও সাজাইয়া রাখা ছাত্রদের নিজেদের দায়িত্ব।

প্রতিদিনের কর্মসূচী - প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘন্টা পড়িবামাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের পর সকলকে মন্দিরে সমবেত প্রার্থনাসভায় যোগদান করিতে হইবে। প্রার্থনার পর শরীর চর্চা সমবেত ব্যায়াম , উদ্যান পরিচর্যা এবং সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত পাঠাভ্যাস, বৈকালে খেলাধূলা এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিকে যোগদান - এই সমস্ত নিয়মাবলী প্রতিটি ছাত্রকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

আহারাদি - ছাত্রদের দুইবার পূর্ণ আহার, দিবার টিফিন স্বাস্থ্যের কারণে বিশেষ খাদ্য প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া তাহা অভিভাবককে সরবরাহ করিতে হইবে। ছাত্রবাসে আমিষ ও নিরামিষ দ্বিবিধ খাদ্যই দেওয়া হবে।

চিকিৎসা - সাধারণতঃ অসুস্থতার জন্য ঔষধপত্র এবং প্রতিষেধক টিকা ও ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা আশ্রম কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে অভিভাবককে দায়িত্ব নিতে হইবে।

ছুটি - প্রতি গ্রীষ্ম, পূজা এবং শিক্ষাবর্ষ শেষের অবকাশে ছাত্রাবাস বন্ধ থাকিবে। ছুটির নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত ছাত্রাবাসের ছাত্রদের বাড়ী যাইবার অনুমতি অধ্যক্ষের বিবেচনাধীন এবং অধ্যক্ষের নির্দেশ ব্যতীত কোন অভিভাবক ছাত্রকে ছাত্রাবাস হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন না। স্বল্পমেয়াদি ছুটিতে ছাত্রদের ছাত্রাবাসেই থাকিতে হইবে। পূজা , গ্রীষ্ম ও ছুটি শেষে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে পুনরায় স্কুল খুলিবার একদিন পূর্বেই ছাত্রদিগকে ছাত্রাবাসে আসিতে হইবে। কোন বিশেষ কারণে ছাত্রাবাসে না আসিতে পারিলে পত্র বা তারবার্তা মারফৎ ছাত্রাবাস খুলিবার পূর্বেই অধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে।
অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিম্নোক্ত বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান ব্যতীত ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হবে না। তবে তাহাও কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষ।
১) কোন আত্মীয়ের গুরুতর অসুস্থতা অথবা দুর্ঘটনা।
২) ভাই অথবা বোনের বিবাহ।
৩) ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান যেখানে ছাত্রের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।
অভিভাবক অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন যে বিদ্যালয় হইতে ছাত্রের একটি দিনেরও অনুপস্থিতি তাহার পড়াশুনার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

* ছাত্রাবাসের নিয়মাবলী *

১) ছাত্রাবাসের প্রাতঃকালীন, সন্ধ্যাকালীন এবং অন্যান্য প্রার্থনার সময় ছাত্রদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ।

২) তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষকগণের প্রতি প্রত্যেক ছাত্রের অশেষ শ্রদ্ধা ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাদের এবং অন্যান্যদের সহিত ছাত্রদের কথাবার্তা শ্রদ্ধাপূর্ণ ও শালীনতাযুক্ত, মধুর ও ধীর হওয়া একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয় । তত্ত্বাবধায়ক বা শিক্ষকগণের কোনরূপ সমালোচনা করা ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গঠনের পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয় ।

৩) পাঠ্যাভাসকালে প্রতি ছাত্রকে স্ব স্ব আসনে বসিয়া বিদ্যাভাস করিতে হইবে। অন্যের পাে বিঘ্ন ঘটানো বা ঐ সময়ে গল্পকরা নিষিদ্ধ ।

৪) শয়নকালে ছাত্রেরা স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিবে, অপর কাহারও শয্যায় শয়ন করা নিষিদ্ধ ।

৫) স্কুল চলাকালীন ছাত্রের ছাত্রাবাসে আসা চলিবে না । বিশেষ প্রয়োজন হইলে প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আসিতে হইবে ।

৬) কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ছাত্রাবাসের বাইরে যাওয়া বা দোকানে যাইয়া খাবার বা অন্যকিছু কেনা নিষিদ্ধ । যদি কেহ অন্যথা করে তবে তাহাকে ছাত্রবাসে রাখা সম্ভব হইবে না ।

৭) ছাত্রদের খবরা-খবর প্রতি রবিবার সকাল ১০ টার মধ্যে ছাত্রের অভিভাবকরা ফোন করিতে পারিবেন (বিশেষ কারণ ব্যতীত) তত্ত্বাবধায়ককে।

৮) পোষাক- পরিচ্ছদ যথাসম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। লুঙ্গি, জীন্‌স্ এর পোষাক বা চুজ প্যান্ট ব্যবহার করা চলিবে না। কোন ছাত্র অপরের পোষাক ব্যবহার করিবে না । নিজ কক্ষ ও পরিবেশ ছাত্রদের নিজেদেরই পরিস্কার করিতে হইবে ।

৯) ছাত্রাবাসে আহারের ব্যবস্থা যথাসাধ্য সুষম করা হবে । অতিরিক্ত ব্যবস্থা সম্ভব নয়, সুতরাং আহার ব্যবস্থা লইয়া সমালোচনা বা দাবী অযৌক্তিক এবং অবাঞ্ছনীয়। তবে কোন ছাত্রের ছাত্রাবাসে দেওয়া খাদ্য খাইতে অসুবিধা হইলে সে নিঃসঙ্কোচে তত্ত্বাবধায়ককে জানাইতে পারে । কিন্তু নিজের কাছে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য বা টাকা পয়সা রাখা চলিবে না ।

১০) ছাত্রাবাসে থাকাকালীন ছাত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তত্ত্ববধায়কের অনুমতি লইতে হইবে। কখনও বিনা অনুমতিতে ছাত্রদের ঘরে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয় নয় ।

১১)আশ্রমকে আপনার ভাবিয়া আশ্রমের বাগানের কাজকর্ম ও অন্যান্য কাজ তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশানুসারে নিঃসঙ্কোচে সকলকে করিতে হইবে ।

ছাত্রাবাস পরিত্যাগ - যদি কোন অভিভাবক অনিবার্য কারণে শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই যে কোন সময়ে ছাত্রকে ছাত্রাবাস হইতে লইয়া যাইতে চান অথবা কর্তৃপক্ষ কোন কারণে ছাত্রকে অপসারণ করিতে বাধ্য হন তবে অভিভাবককে বৎসরের অবশিষ্ট মাসগুলির জন্য ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ মাসিক খরচ সহ অতিরিক্ত ৫০০ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিদ্যালয় পরিত্যাগপত্র জমা দিতে হইবে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ছাত্রকে না রাখিতে চাহিলে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই জানাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ পরবর্তী বৎসরের জন্য পূর্বোক্ত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

বিদ্যালয় পরিত্যাগপত্র - বিদ্যালয়ে যাবতীয় দেয় টাকা মিটাইয়া দিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগের জন্য দরখাস্ত করিতে হয়।

জামানত অর্থ (Caution Money) ছাত্রের ছাত্রাবাস ত্যাগের ছয় মাসের মধ্যে আবেদন সাপেক্ষে জামানত অর্থের সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে। ছাত্রাবাস পরিত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে আবেদন করা না হইলে অর্থ তামাদি হইয়া যাইবে।

পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি - পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের একটি আলাদা চার্ট দেওয়া হয়।

অভিভাবকদের যাতায়াত - পিতামাতা, অভিভাবক অথবা অভিভাবকের নির্বাচিত ব্যক্তি নিম্নোক্ত সময় - সূচী অনুসারে প্রতিমাসে মাত্র দুইবার ছাত্রের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন।

মাসের প্রথম এবং তৃতীয় রবিবারঃ সকাল ৯ টা - ১১টা ৩০মিঃ এবং মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবারঃ বিকাল ৩ টা - ৫ টা

আশ্রমে আহার করিতে হইলে ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ককে অন্ততঃ একদিন আগে জানাইতে হইবে এবং জনপ্রতি একবার আহারের জন্য ৫০ টাকা করিয়া প্রদেয়।

আশ্রমের অতিথিভবনে স্থান খুবই সীমিত এবং অতিথিভবন ব্যবহার করিলে দিন / রাত্রি প্রতি থাকা -খাওয়ার জন্য প্রত্যেকের ১৫০ টাকা করিয়া প্রদেয়। অতিথিভবন ব্যতীত আশ্রমের মধ্যে ধূমপান করা নিষিদ্ধ। কোন অভিভাবক শুধুমাত্র নিজের ছেলের জন্য কোন প্রকার খাদ্য আনিতে পারিবেন না ; তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে আনিতে পারিবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ছাত্রদের কক্ষে প্রবেশ করা বা ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ। মহিলা অভিভাবিকার একাকী আশ্রমে রাত্রিবাস নিষিদ্ধ।

১২) ভর্তির পর যদি কোন ছাত্রের দুরারোগ্য ব্যাধি প্রকাশ পায় তবে অবিলম্বে তাহাকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে হইবে ।

১৩) উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পারস্পরিক ব্যবহার সর্বদা ভ্রাতৃভাবাপন্ন এবং প্রীতিপূর্ণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেনীর ছাত্রদের স্বীয় ছাত্রাবাস হইতে অপর ছাত্রাবাসে যাইতে হইলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে ।

১৪) কোন কারণে কোন ছাত্রকে ছাত্রবাস পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে বিদ্যালয়ও পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

১৫) ছাত্রাবাসের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত নিয়ম করিবেন তাহা পালন করিতে হইবে ।

ছাত্রদিগের শারীরিক, মানসিক , আধ্যাত্মিক তথা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য । এখানে শিক্ষার্থীগণের পড়াশুনা শেষ হইবার পর যদি তাহারা এবং অভিভাবকগণ গুরুগৃহবাসের অনুরূপ শিক্ষাদর্শের প্রতি আস্থাশীল হন, তাহা হইলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে ।

ছাত্রেরা যখন বাড়ীতে থাকিবে থখন অভিভাবকগণ তাহাদের আশ্রম জীবনের দৈনিক কার্যসূচী পালনে সচেষ্ট রাখিবেন । ছাত্র যাহাতে নিষিদ্ধ চলচ্চিত্র, নাটক , নিষিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ না করে এব্য সংসঙ্গে থাকে তাহাও অভিভাবক দেখিবেন ।
সর্বশেষে অভিভাবকগণ আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সকলপ্রকার যোগাযোগ ও সহযোগিতা করিয়া চলিবেন - ইহাই প্রার্থনা ।

অধ্যক্ষ,
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ দোমড়া

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"গুরু-গৃহ বাস আমার শিক্ষার আদর্শ। শিক্ষকের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না । ছাত্র বাল্যকাল হইতে এমন এক ব্যক্তির সংস্পর্শে বাস করিবে, যাঁহার চরিত্র হইবে জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ এবং তাঁহাকে ছাত্রের সম্মুখে শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের দেশের ত্যাগীরা জ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকেন । জ্ঞান দানের পুনরায় ত্যাগীদের উপরই পড়িবে।"

-স্বামী বিবেকানন্দ